সমকাল

তারিখ 17 OCT 2016
পৃষ্ঠা

'পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে গাইডের প্রতিযোগিতা!'

শিক্ষা

শহীদুল্লাহ শরীফ
শিক্ষা গবেষক ও লেখক, বিআইইডি
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) থেকে উন্নয়নকৃত ও প্রকাশিত রঙিন, অলঙ্কৃত, সুন্দর ও আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তকগুলো বিনামূল্যে বিতরণের পর যদি শিক্ষার্থীরা ব্যবহার না করে ফেলে রাখে, গাইড ও পত্রিকার রেডিমেড প্রশ্ন-উত্তর মুখস্থ করে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যায়, তাহলে পাঠ্যপুস্তকের উন্নয়ন, প্রকাশ ও বিতরণে সরকারের বিপুল অঙ্কের ব্যয় ও শ্রমের প্রাসঙ্গিকতা, যৌক্তিকতা ও সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক

ক্ষেতের ফসল বিনষ্টকারী বিষাক্ত পোকা যেমন চাষির সব বিনিয়োগ, উদ্যোগ, আয়োজন ও স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেয়, তেমনি একটি দুষ্টচক্র শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারের সাফল্য ম্লান ও মা-বাবার স্বপ্নকে বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। দুষ্টচক্রটি হচ্ছে নোট-গাইড ব্যবসায়ী এবং সেই সঙ্গে শিক্ষকদের একাংশ ও কোচিং-ব্যবসায়ী, যারা এ কাজে বাণিজ্যিকভাবে জড়িত। তারা সবাই মিলে শিক্ষাকে পণ্য করে ফেলেছেন। নতুন বছরে একদিকে সরকার বিতরণ উৎসব করে বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই পৌঁছে দেয়, অন্যদিকে ব্যবসায়ী দুষ্টচক্র বিদ্যালয়ে গিয়ে তাদের নোট-গাইড তালিকাভুক্ত করে, বিপণনের মচ্ছব শুরু করে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০১৫-এ যে পরিসংখ্যান উল্লেখ আছে তা হলো, 'প্রায় সব (৯৬.৪%) পরীক্ষার্থী (প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার্থী) গাইড বই, সাজেশন অথবা হ্যান্ডনোট কিনেছে তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য।' এমনকি নিচের শ্রেণির (চতুর্থ, তৃতীয় ও এমনকি দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত) শিক্ষার্থীরাও শ্রেণিভিত্তিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রায় কমবেশি সমান হারে গাইড বই, সাজেশন অথবা হ্যান্ডনোট ব্যবহার করছে, যা তাদের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে।

গাইডগুলোতে যোগ্যতাভিত্তিক ও সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি অনুসরণ করে মূল পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায় উত্তরসহ সংযুক্ত করা হয়। ব্যবহৃত হয় মূল পাঠ্যবইয়ের ছবি, উত্তর সংযুক্ত অনুশীলনী ও বাড়তি অনুশীলনী। ফলে পরীক্ষার জন্য গাইড বই থেকেই অধিকাংশ শিক্ষার্থী সৃজনশীল প্রশ্ন মুখস্থ করে। ফলে সরকারের দেওয়া পাঠ্যপুস্তক আর পড়ার প্রয়োজন হয় না।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) থেকে উন্নয়নকৃত ও প্রকাশিত রঙিন, অলঙ্কৃত, সুন্দর ও আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তকগুলো বিনামূল্যে বিতরণের পর যদি শিক্ষার্থীরা ব্যবহার না করে ফেলে রাখে, গাইড ও পত্রিকার রেডিমেড প্রশ্ন-উত্তর মুখস্থ করে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যায়, তাহলে পাঠ্যপুস্তকের উন্নয়ন, প্রকাশ ও বিতরণে সরকারের বিপুল অঙ্কের ব্যয় ও শ্রমের প্রাসঙ্গিকতা, যৌক্তিকতা ও সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

অন্যদিকে পাঠ্যবই ছেড়ে গাইড বই মুখস্থ করে যে ক্ষতি শিশুদের তথা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হচ্ছে, তার দায়ভার কে নেবে? গাইডনির্ভরতা ও মুখস্থকরণের নেতিবাচক প্রভাবগুলো কী তা দেখা যাক।

শিশু-শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এর কুপ্রভাব : ১. শিশুর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার সঙ্গে তাদের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা, স্বকীয়তা ব্যাহত ও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তারা স্বনির্ভর পাঠক ও স্বনির্ভর লেখক হতে পারছে না, যা যে কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া ও টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য। ২. শিশুর মুক্তচিন্তা এবং বহুমুখী জ্ঞানার্জনের উপযোগী আনন্দদায়ক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে শিশু-শিক্ষার্থীদের চিন্তার অক্ষমতা তৈরি হচ্ছে। ৩. সম্পূর্ণ সিলেবাস বাদ দিয়ে খণ্ডিত অংশ পড়া, স্কুল, কলেজ ও কোচিং সেন্টারগুলোর চামচে তুলে নম্বরপ্রাপ্তির ফর্মুলা গলাধঃকরণের কারণে একটি পরিপূর্ণ চিন্তা করায় শিক্ষার্থীদের অক্ষমতা তৈরি হচ্ছে। ৪. মুখস্থের বাইরে কোনো প্রশ্নের উত্তর বা কিছু বলার, শেখার বা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা হারাচ্ছে। ৫. সকাল থেকে স্কুল, বাড়ির কাজ, কোচিং, নোট বই, প্রশ্নপত্র জোগাড় ইত্যাদির মহাতোড়জোড়ে শিশুর গল্পের বই পড়া, ছবি আঁকা, খেলাধুলা, নাচ-গান, আনন্দ-বিনোদন বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে তাদের সার্বিক ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশও ব্যাহত হচ্ছে। ৬. শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমাজে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে, যা বাস্তব জীবনে একমাত্র পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্তিতে গিয়ে বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে : ১. শিক্ষকরাও স্বনির্ভর শিক্ষক হয়ে উঠতে পারছেন না। গাইড যত দিন থাকবে সমস্যাটা থেকে যাবে, সমাধান হবে না। এবং ২. ঊর্ধ্বতনদের চাপের কারণে শিক্ষকদের মধ্যে যারা ভালো কিছু দেওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে কম বেতনে, কম সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এ পেশায় এসেছেন তারাও হতাশ হয়ে এক পর্যায়ে জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হন।

মা-বাবার ক্ষেত্রে অর্থের অপচয় ঘটে এবং সন্তানের মেধা ও যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হয়।

সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে ক্ষতি হলো শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা মানবসম্পদ না হয়ে সামাজিক বোঝা বা গলগ্রহে পরিণত হয় এবং জাতীয় ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নেও এক সময় স্থবিরতা নেমে আসতে পারে।

এ পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে কিছু নীতিগত সুপারিশ নিচে তুলে ধরা হলো, যা একসঙ্গে ও একই সময়ে, যৌথ ও যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে কাঙ্ক্ষিত সমাধান আসতে পারে :

১. গাইড বই নিষিদ্ধকরণ নীতিমালা তৈরি/সংস্কার ও কঠোর প্রয়োগ দরকার। ২. পত্রিকার 'শিক্ষা পাতা' বা অনুরূপ নামে গাইড বইয়ের মতো নেতিবাচক উদ্যোগ নিষিদ্ধ করা উচিত। ৩. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে গাইড বই থেকে প্রশ্ন ব্যবহারে শাস্তির বিধান করতে হবে। ৪. কোচিং নিষিদ্ধ নীতিমালা ২০১৩-কে আরও যুগোপযোগী করে পরিমার্জিত নীতিমালা জারি ও এর কঠোর প্রয়োগ দরকার। ৫. সব ধরনের পরীক্ষায় যাতে গাইড বই, টেস্ট পেপার ইত্যাদি থেকে প্রশ্ন তুলে দেওয়া না হয়, সে ব্যাপারে প্রশ্ন তৈরি করেন যারা তাদের সচেতন ও সাবধান করে দিতে হবে। ৬. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা বাতিল করে বিদ্যালয়ভিত্তিক পরীক্ষা আবার চালু করতে হবে। ৭. পরীক্ষার প্রশ্ন পদ্ধতির যে ক্ষেত্র বা দিকগুলো গাইড বই পাঠকে সরাসরি প্ররোচিত করে সেসব পদ্ধতিগত ক্ষেত্র বা দিকগুলোতে পরিবর্তন আনতে হবে। ৮. তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণের মাধ্যমে গণসচেতনতা কার্যক্রম, যেমন, প্রতিটি বিদ্যালয়ে ও ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের গুরুত্ব ও নোট-গাইড মুখস্থকরণের কুফল সম্পর্কিত পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি লাগিয়ে প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। ৯.শিক্ষক ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় বিশেষ করে উপজেলাভিত্তিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে শিক্ষকদের গাইড বই নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের গুরুত্ব এবং নোট-গাইড ব্যবহার ও মুখস্থ করার কুফল সম্পর্কে শিক্ষকদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং যোগ্যতাভিত্তিক ও সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ-শেখানো প্রক্রিয়ার ওপর শিক্ষকদের নিবিড় ব্যবহারিক বা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ১০. টিভি, রেডিও, পত্রপত্রিকাসহ সব ধরনের গণমাধ্যমে একযোগে জাতিকে গাইড, নোটবই ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করার জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। ১১. তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ, যেমন– পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি মাধ্যমেও সচেতনতা কার্যক্রম চালাতে হবে। ১২. এসএসসি (স্কুল ম্যানেজিং কমিটি) ও অভিভাবকদের জন্য ফ্রন্টলাইন প্রশিক্ষণ।

উপসংহারে বলা দরকার, সরকারের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও দুষ্ট ব্যবসায়ীদের গাইড-নোট বই বিপণন দুয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতে পারে না, হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু নির্মম সত্য হলো, এই অসুস্থ নোংরা প্রতিযোগিতাটা হচ্ছে। প্রকাশ্য-গোপনে হয়ে আসছে। এতে সরকারের অর্জন ম্লান ও মা-বাবার স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে এই গাইড-নোট বই বা যে কোনো নামে হোক এর প্রকাশ ও বিপণন রুখতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, এর আওতাধীন বিভাগ ও সব দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে সদিচ্ছাসহ যথাযথ দায়িত্ব নিতে হবে। জানুয়ারিতে সরকারের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসব উদযাপনের আগেই পদক্ষেপ নেওয়া হোক। সবার শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

shahidullah_sharif@yahoo.com